ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ধারণাপত্র

বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২২

একটাই পৃথিবী, একটাই বাংলাদেশ

চাই আইন ও নীতির কার্যকর প্রয়োগ ও সুরক্ষিত পরিবেশ

৫ জুন ২০২২, ঢাকা

পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী রাখা এবং পরিবেশ সুরক্ষায় জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭৪ সাল থেকে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনে বিবিধ কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে পরিবেশের উপর ক্রমাগতভাবে বিরুপ প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। উদাহরণসরূপ, ৮০ শতাংশ বন উজাড় ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির জন্য মানুষের খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা দায়ী[১]। এছাড়া, প্রকৃতির উপর ক্রমাগত হস্তক্ষেপের কারণে গত কয়েক দশকে দশ লাখ প্রাণী ও উদ্ভিদ বিলুপ্তির মুখোমুখি হয়েছে[২]। মানুষের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য উপাদান সরবরাহকারী পরিবেশ ও প্রতিবেশের এই ক্ষতি সম্পূর্ণ বন্ধ করা না গেলেও বিবিধ আইন, নীতি ও সামাজিক নিয়ম প্রয়োগের মাধ্যেমে মানুষের জীবনাচরণে পরিবর্তন আনয়ন করে এই ক্ষতির মাত্রা হ্রাস করা সম্ভব। বিশেষকরে, জীবন ধারণের জন্য আরও টেকসই, সাশ্রয়ী ও বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিবেশের এই ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসের সযোগ রয়েছে। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে ২০২২ সালের পরিবেশ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- Only One World। পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিষয়টি বৈশ্বিক এবং একটি দেশের পরিবেশের ক্ষতি উক্ত দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে গোটা পৃথিবীর ক্ষতি সাধন করে। ফলে আমাদের সকলের বসবাসের জন্য একমাত্র পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাই এই প্রতিপাদ্য নির্ধারণের মাধ্যেমে প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে টেকসই জীবন যাপনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধনের মাধ্যেমে প্রকৃতির সাথে আমাদের সম্পর্ক উন্নয়ন, পরিবেশের মূল্যকে অনুধাবন এবং সেই মূল্যকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্ব প্রদানের আহবান জানানো হয়েছে।

তবে এই পরিবর্তন সাধনের জন্য সমন্বিত সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের প্রয়োজন। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার 'একটাই পৃথিবী: প্রকৃতির ঐকতানে টেকসই জীবন' প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে দিনটি উদযাপন করছে[৩]। সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে টিআইবি জলবায়ু অর্থায়নসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ খাতে সুশাসন নিশ্চিতে বিবিধ গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া, পরিবেশ খাতে সুশাসনের গুরুত্ব বিবেচনায় টিআইবি প্রতি বছরই বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করে। এরই ধারাবাহিকতায়, এ বছর টিআইবি 'একটাই পৃথিবী, একটাই বাংলাদশে' প্রতিপাদ্য হিসেবে নিয়ে দিবসটি পালন করছে। উল্লেখ্য, বৈশ্বিক সমস্যার ন্যায় পরিবেশ সুরক্ষায় বাংলাদেশের তিনটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো জলবায়ু পরিবর্তন, বন ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস এবং দূষণ। এছাড়া, বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করার নির্দেশনা রয়েছে। সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩, ১৪ ও ১৫ বাস্তবায়নে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বন উজাড় এবং পরিবেশ দূষণ রোধ ও পরিবেশ রক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। বিশেষকরে, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় পরিবেশের সুরক্ষা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে[৪]। সরকার বিবিধ অঙ্গিকার প্রদান করলেও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুশাসনের ঘাটতিসহ বিবিধ চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

বন ও বনভূমির অবক্ষয় এবং জীববৈচিত্র্য ধ্বংস

জাতিসংঘ খাদ্য এবং কৃষি সংস্থার হিসাবে বাংলাদেশে বার্ষিক বন উজাড়ের হার বৈশ্বিক গড়ের দ্বিগুণ যা ২ দশমিক ৬ শতাংশ। বন বিভাগের হিসাবে সারা দেশে ২ লাখ ৮৭ হাজার ৫৪৩ একর বনভূমি দখল হয়েছে, যার মধ্যে ১ লাখ ৩৮ হাজার একর সংরক্ষিত বনভূমি। দেশের ৪১টি বনভূমিকে সংরক্ষিত হিসাবে ঘোষণা করা হলেও বিবিধ উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে এগুলো নিরাপদ নয়। বন বিভাগ মৌলভীবাজারের লাঠিটিলার ক্রান্তীয় চিরসবুজ ও দেশের অন্যতম জীববৈচিত্র্যপূর্ণ বনভূমিতে সাফারি পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। পর্যটনের নামে সংরক্ষিত বনের মধ্যে বিবিধ অবকাঠামো নির্মাণ হলে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হওয়াসহ বন্য প্রাণীর অস্তিত্ব বিলুপ্তি এবং দীর্ঘমেয়াদে পুরো বন ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা করেছে বন্য প্রাণী ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা। অন্যদিকে, কক্সবাজারে বন বিভাগের ৭০০ একর বনভূমি প্রশাসন একাডেমি নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে যা রক্ষিত ও পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন হিসেবে চিহ্নিত।

এছাড়া, সংশ্লিষ্ট আইনের দুর্বলতা সংরক্ষিত বনের জমি সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন কাজে ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। বন আইনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কাজের অযুহাতে দায়মুক্তির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনে অন্যতম

[১] জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP 2022), বিস্তারিত দেখুন: https://www.unep.org/news-and-stories/story/how-policymakers-can-promote-sustainable-lifestyles-protect-planet

[২] বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://p.widencdn.net/e2n0wj/WED_SimpleToolkit

[৩] পরিবেশ অধিদপ্তর এর ওয়েবসাইট হতে সংগৃহীত, ০১ জুন ২০২২

[৪] জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP 2022), বিস্তারিত দেখুন: https://www.undp.org/sustainable-development-goals

ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হয়েও সুন্দরবনের সন্নিকটে এবং সংকটাপন্ন উপকূলীয় এলাকায় পরিবেশ বিধ্বংসী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা ও বন সংরক্ষণের বিপরীত নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন ৮০ শতাংশ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করলেও সুপার ক্রিটিকাল প্রযুক্তির নামে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় প্রাণ ও প্রকৃতিবিরোধী কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ শিল্প কারখানা স্থাপন করছে। বিদ্যুৎ প্রকল্পের ত্রুটিপূর্ণ ইআইএ প্রতিবেদন দেয়া হলেও পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ছাড়পত্র প্রদান অব্যাহত রয়েছে। প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ বাস্তুতন্ত্র রক্ষা ও পুনরুদ্ধারের মূল বিষয় হলেও বিগত দশকে প্রাকৃতিক বন কি পরিমাণ রক্ষা ও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তা সঠিকভাবে নিরুপণ করার কোনো ব্যবস্থা নেই। এছাড়া, বননির্ভর স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং বনে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায় নিজেদের বসতির পাশে লোকজ জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যেমে প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ করে এবং এসব বন থেকে নিজেদের জীবিকার চাহিদা মেটালেও তাদের উচ্ছেদ করে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে যা পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা সংরক্ষণের মূল নীতির বিপরীত।

জলাভূমি দখল ও জলজ জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি

নদীসহ দেশের অধিকাংশ জলাভূমি সুরক্ষিত নয়। অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির মুখে রয়েছে জলাভূমির বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এ জলাধার ভরাট সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ থাকলেও 'অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থে'র উল্লেখ রেখে জলাধার ভরাট ও শ্রেণি পরিবর্তনের সুযোগ রাখা হয়েছে। এই ধারার অপব্যবহার করে জলাধারের শ্রেণি পরিবর্তন করে কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণ এবং নদীর ভিতরে দ্বীপ তৈরি করে সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে মাছের অভয়ারণ্যসহ পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতির ঝুঁকি বিবেচনা করা হয়নি। অবৈধভাবে নদীর জায়গা ভরাট করায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করা হয়েছে এবং কাজ বন্ধের হুকুম সত্ত্বেও নির্মাণ কাজ পরিচালনা করা হয়েছে।

এছাড়া, দেশের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক জলাশয় চলনবিল একসময় মৎস্যভান্ডার হিসেবে পরিচিত হলেও এই বিল কেন্দ্রিক অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলে বিলের সঙ্গে সংযুক্ত অসংখ্য নদী, খাল, জলাশয় পানিশূন্য হয়ে গেছে এবং বিলটির অস্তিত্ব সংকটের মুখে পরেছে। এক হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের চলনবিল এখন দুই শত বর্গকিলোমিটারে এসে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, অবৈধ দখল এবং দুষণের ফলে ঢাকা ও এর আশেপাশের অসংখ্য জলাভূমির অস্তিত্ব বিলীন প্রায়। ফলে অনেক দেশি প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হওয়াসহ আশেপাশের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ব্যপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। উল্লেখ্য, বন বিভাগ এবং আইইউসিএনের একটি যৌথ জরিপ বাংলাদেশের জলাভূমিগুলোতে ২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে প্রায় ২০ হাজার পরিযায়ী পাখি কম এসেছে বলে তথ্য প্রদান করেছে।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে অনিয়ম ও পরিবেশ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা

পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশের পরিবেশ উন্নয়ন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত মূখ্য প্রতিষ্ঠান। কিন্তু অধিদপ্তটির উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে ব্যর্থতার কারণে দূষণের তালিকায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। পরিবেশ দূষণ রোধে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অবস্থান ৪র্থ। এছাড়া, বায়ু দূষণের বিভিন্ন উপাদানের বাৎসরিক গড় উপস্থিতির হিসেবে দূষণের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে এবং দূষিত রাজধানীর তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ঢাকা। পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নয়ন নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে বিবিধ আইন প্রণয়ন করা হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো তা কার্যকরভাবে প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছে। যেমন, আবাসিক এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপন না করার আইনি বিধান থাকলেও অবৈধভাবে অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে একটি বিশাল সংখ্যক শিল্প কারখানা আবাসিক এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে। টিআইবি'র একটি গবেষণায় দেখা যায়, ৫৭ ভাগ শিল্পকারখানা কোনো প্রকার পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ছাড়াই বিবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যেমে পরিবেশগত ছাড়পত্র পেয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো বায়ু, পানি ও মাটি দূষণ করলেও তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে ঘাটতি

সরকার সকলের জন্য সুলভ, সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানি সরবরাহে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেও তা বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে। প্যারিস চুক্তির আওতায় জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান বা আইএনডিসিতে বাংলাদেশ শর্তহীনভাবে ৫% এবং তহবিল প্রাপ্তিসাপেক্ষে ১৫% কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তাবয়নে অগ্রগতি সাধিত হয়নি। প্রতিশ্রুত কার্বন নিঃসরণ হ্রাস সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে আলাদা পরিকল্পনাসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের রূপরেখা প্রস্তুত করা হয়নি। ২০১৯ সালে জ্বালানি খাত থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ ২০০৮ সালের তুলনায় ১১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রস্তাবিত সবগুলো কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক প্রকল্প থেকে ২০৩০ নাগাদ প্রতি বছর ১ লাখ ১০ হাজার টন কার্বন নিঃসরণের আশঙ্কা রয়েছে। বাতিলকৃত ১০টি কয়লা প্রকল্পের কয়েকটিকে এলএনজিতে রূপান্তরের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সরকার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর জীবাশ্ম জ্বালানির দিকেই ঝুঁকে পড়ছে। অন্যদিকে, ৩০ হাজার মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকলেও বিদ্যুৎ উৎপাদনে এখাতকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। ২০২১ সাল পর্যন্ত ৪২টি নবায়নযোগ্য প্রকল্পের মধ্যে মাত্র চারটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মাত্র ২.৩ শতাংশ অর্জিত হয়েছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২: টিআইবি'র দাবিসমূহ

একটাই পৃথিবী, একটাই বাংলাদেশ। তাই পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও নীতির কার্যকর প্রয়োগই পারে প্রকৃতির সাথে ভারসাম্য রেখে জীবনযাপন এবং বাংলাদেশের টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে। আর এজন্য প্রয়োজন পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নাগরিক অংশগ্রহণ। যার মাধ্যেমে পরিবেশের জন্য টেকসই এবং সাশ্রয়ী ও বিকল্প উন্নত জীবন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব। তাই বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২২ সামনে রেখে প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনায় শুদ্ধাচার নিশ্চিতে টিআইবি নিম্নোক্ত দাবিসমূহ উত্থাপন করেছে:

১. বন ও জলাভূমিসহ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করার সাংবিধানিক নির্দেশনা অনুসারে নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়ে বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে;

২. পরিবেশ দূষণ রোধে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদনে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

৩. পরিবেশ সুরক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, আদিবাসী এবং নারীসহ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে;

৪. সঠিক পরিকল্পনাসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে প্রণোদনা ও জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের উপর 'কার্বন ট্যাক্স' আরোপ করতে হবে;

৫. বাংলাদেশে জীবাশ্ম জ্বালনির ব্যবহার বন্ধ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে একটি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন করে প্রশমন বিষয়ক কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিতে হবে; এখাতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬. পরিবেশ অধিদপ্তরসহ পরিবেশ রক্ষায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনসহ আইন প্রয়োগে সকল প্রকার ভয়, চাপ ও আর্থিক প্রলোভনের ঊর্ধ্বে থেকে দূষণের জন্য দায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে;

৭. বন, নদী, জলাশয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অবৈধ দখলের সাথে জড়িতদের যথাযথ প্রক্রিয়ায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে;

৮. জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের ক্ষতি রোধ এবং জীবন-জীবিকা ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় ঝুঁকিপূর্ণ নির্মীয়মান কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো স্থগিত করে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ কৌশলগত, সামাজিক ও পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পাদন সাপেক্ষে অগ্রসর হতে হবে;

৯. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে পরিবেশ সুরক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে; এবং

১০. পরিবেশের জন্য টেকসই এবং প্রাত্যহিক জীবনধারণের জন্য সাশ্রয়ী ও বিকল্প ব্যবস্থা প্রবর্তনে পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমে নাগরিক অংশগ্রহণ এবং শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে হবে।

****

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)

বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯

ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩

ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১

ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন